114

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB. 23. 1989 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫ ......

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পুস্তক প্রদর্শনী জমজমাট ঃ শেষ হবে ২৮ ফেব্রুয়ারী

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ পবিত্র মাহে রমজান এবং অমর ২১ উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেট চত্বরে চলতি পুস্তক প্রদর্শনী ২৮ ফেব্রুয়ারী শেষ হবে। ২ মাসব্যাপী এ প্রদর্শনীতে শুরু থেকেই ছিল ভাবগম্ভীর পরিবেশ। এ পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটেনি আজ অবধি। অন্যান্য বই মেলার মত এ প্রদর্শনীতে ছিল না অহেতুক দর্শকের ভিড়। যারাই প্রদর্শনীতে এসেছেন তারা বই ক্রয়ের উদ্দেশ্যেই এসেছেন। প্রদর্শনী অঙ্গনে ক্যাসেটে হৃদয়গ্রাহী সুরে কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত একটি ভিন্ন আমেজ সৃষ্টি করে রাখে প্রায় সর্বদাই।

ফাউন্ডেশন আয়োজিত এ পুস্তক প্রদর্শনীর বিষয়ে পত্রিকা জগতে ছিল না নিত্যদিনের প্রচার। রাজধানীসহ দেশের অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ এ পুস্তক প্রদর্শনী সম্পর্কে তেমন অবগত নন। তথাপি এ প্রদর্শনীতে রমজান মাসে ক্রেতাদের ভিড় ছিল সন্তোষজনক। প্রদর্শনীতে দৈনিক বিক্রির পরিমাণ ছিল কমবেশী দেড় লাখ টাকা। কেবল ইসলামী পুস্তকের প্রদর্শনীর কারণে রমজানের পর ক্রেতাদের ভিড় কিছু কমে যাওয়ায় বিক্রি নিম্নমুখী হয়।

দীর্ঘ দুই মাস প্রদর্শনীর সময়কাল হওয়ায় প্রদর্শনীর চাহিদা এখন কম। অনেকের মতে পবিত্র শবে বরাত থেকে প্রদর্শনী শুরু করে পুরো রমজান মাস পর্যন্ত প্রদর্শনীর সময়সীমা নির্ধারিত হলে প্রদর্শনীর আকর্ষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকবে। তাছাড়া এবারের মত এক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন নামে একাধিক স্টলের বরাদ্দ নিয়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত স্টল অন্যের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রি করে দেয়া বন্ধ করা হলে প্রদর্শনীর স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। তাছাড়া প্রদর্শনীতে চারদিক থেকে প্রবেশ পথের ব্যবস্থা হলে এবং প্রদর্শনীতে ইসলামী হস্তশিল্প, ইসলামিক ক্যালিওগ্রাফী এবং খাবারের স্টলের ব্যবস্থা করা হলে ক্রেতাদের আকর্ষণ বাড়বে। রাজধানীর প্রদর্শনীর আগে পরে জেলা পর্যায়ে ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থার জন্য ফাউন্ডেশনের জেলা অফিসসমূহ কার্যকর উদ্যোগ নিলে ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনীর প্রতি জনগণের আকর্ষণ আরো বাড়বে। তাছাড়া প্রদর্শনীর জন্য একটি পৃথক প্রচার সেল পত্রিকাগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা নিলে পত্রিকাসমূহ ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনীর সংবাদ ছাপাতে অনেকটা আগ্রহী হতে পারে।